

Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 54
April–June, 2018

শেয়ার-এর শরীয়া বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি : আন্তর্জাতিক অনুশীলন

Stock Screening Process for Shari'ah compliance

Global Practices

Md. Habibur Rahman *

ABSTRACT

Stock screening process for Shari'ah compliance refers to a certain process to select the stocks and shares accordingly and to make them enlisted as Shari'ah compliant stocks. Using discussion and analytical method this article comparatively discusses several methodologies to screen for Shari'ah complaint shares that have been utilized worldwide. Usually two aspects are important in the screening process, business transactions screening and financial transactions screening. In the screening process a specific threshold of Shari'ah non-compliant elements, such as illegal income and profit, is overlooked considering the principles of collective needs, public wellbeing, common plight and so forth. Generally, a percentage of illegal wealth present is tolerated - 5% in business screening and 33% in the financial screening. However, profit arising from these illegal elements neither shall be distributed among the shareholders nor shall it be used in any beneficial scheme of the company such as tax deduction, zakat exemption and the like. The profit amount shall be disposed for charitable purposes instead.

Keywords: stocks; screening; shari'ah; benchmark; global.

সারসংক্ষেপ

শেয়ার এর শরীয়া বৈধতা নিরীক্ষণ বলতে সুনির্দিষ্ট একটি পদ্ধতিতে প্রচলিত শেয়ারসমূহ বাছাই করে শরীয়া অনুমোদিত হিসেবে তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়াকে

বুঝায়। বর্ণনা ও বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতিতে রচিত বর্তমান প্রবন্ধে শেয়ার এর শরীয়া বৈধতা নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় বিশ্বে প্রচলিত নানাবিধ পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণত ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিরীক্ষণ ও আর্থিক লেনদেনের নিরীক্ষণ এ দু'টি প্রক্রিয়ায় শরীয়াহ নিরীক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সার্বিক প্রয়োজন, জনকল্যাণ সাধন ও ব্যাপক দুর্দশা ইত্যাদি মূলনীতির বিবেচনায় উক্ত নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় অবৈধ আয় ও লাভের সুনির্দিষ্ট একটি পরিমাণ পর্যন্ত ছাড় দেয়া হয়েছে। ব্যবসায়িক কার্যক্রমে ৫% এবং আর্থিক লেনদেন তথা বিনিয়োগে ৩৩% পর্যন্ত অবৈধ উপাদান থাকা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট শেয়ারকে শরীয়া অনুমোদিত হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়। তবে উক্ত অর্থসংশ্লিষ্ট লাভ কোন অবস্থায়ই বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বন্টন কিংবা কোম্পানি সংশ্লিষ্ট কল্যাণকর কোন কাজে ব্যয় করা যাবে না; বরং তা অবৈধ সম্পদ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রক্রিয়া হিসেবে জনকল্যাণ খাতে ব্যয় করতে হবে।

মূলশব্দ: শেয়ার; নিরীক্ষণ; শরীয়া; বেঞ্চমার্ক; আন্তর্জাতিক।

ভূমিকা

পার্শ্বিক জীবনে মানুষের বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসেবে আল্লাহ তাআলা মানুষকে সহায়-সম্পত্তিও প্রদান করেন। অবশ্যই স্বীয় হিকমাতের কারণে আল্লাহ তা'আলা কাউকে কম দিয়েছেন, আবার কাউকে বেশি দিয়েছেন। তথাপিও এ ধন-সম্পদ মানুষকে আমানত হিসেবে দেয়া হয়েছে। এর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং যথাযথ পদ্ধতিতে আয়-ব্যয়ও আবশ্যিক করা হয়েছে। ধন-সম্পদ মানুষের প্রতি আল্লাহ প্রদত্ত গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত, যার মাধ্যমে পরকালীন শান্তি ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভবপর হয়। অপরদিকে এ ধন-সম্পদ পরকালীন শান্তি ও অশান্তির কারণও হতে পারে, যদি তদসংশ্লিষ্ট দায়-দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা না হয়।

ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের অন্যতম উপায় হচ্ছে, তা কোথাও জমা কিংবা অলস ফেলে না রেখে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ ইত্যাদিতে সক্রিয় রাখা। তবে ব্যবসা-বাণিজ্য, বিনিয়োগ যেন ইসলামী বিধানসম্মত হয়, মুসলিম হিসেবে এ বিষয়টি অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। ব্যক্তিগত কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রকার বিনিয়োগকারীর জন্য বর্তমানে বিভিন্ন কোম্পানি, কর্পোরেশন ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার বিনিয়োগের অন্যতম খাত হিসেবে বিবেচিত। ধন-সম্পদ আয়-উপার্জনের সাথে ইবাদাত কবুল হওয়া, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ইত্যাদির সম্পৃক্ততা রয়েছে, তাই ধন-সম্পদ বিনিয়োগের খাত, পদ্ধতি, তদসংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম অবশ্যই ইসলামী বিধানের আলোকে হতে হবে। সুতরাং শেয়ার বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও শেয়ারের ইস্যু প্রক্রিয়া, শেয়ার সংশ্লিষ্ট বাণিজ্যিক কার্যক্রম, আর্থিক লেনদেন ইত্যাদি অবশ্যই ইসলামী বিধান মোতাবেক হওয়া আবশ্যিক।

* Dr. Md. Habibur Rahman is a Senior Lecturer, School of Finance and Banking, Faculty of Economics and Management Sciences, Sultan Zainal Abidin University (UniSZA), Terengganu, Malaysia, Email: habiburrahman@unisza.edu.my, hrmizamee@yahoo.com

শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদানের যে প্রক্রিয়া তা-ই মূলত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি তথা 'Stock Screening Process/ Shari'ah Screening Process' নামে পরিচিত, যা মালয়েশিয়া, বাহরাইন, মধ্যপ্রাচ্য, ইউরোপসহ বিভিন্ন দেশে প্রচলিত, যদিও পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা যাচাইকরণ পদ্ধতির পরিচয়, মূলনীতি, বিভিন্ন দেশে প্রচলিত পদ্ধতির আলোচনা ও তুলনামূলক পর্যালোচনা এবং বাংলাদেশে শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা যাচাইকরণ পদ্ধতি সূচনা করার সম্ভাবনা আলোচনা করা হয়েছে।

শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ (Shari'ah Screening) পদ্ধতির পরিচয়

সাধারণত শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ বলতে সুনির্দিষ্ট একটি পদ্ধতিতে প্রচলিত শেয়ারসমূহ বাছাই করে শরয়ী অনুমোদিত হিসেবে তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়াকে বুঝায়। প্রায়োগিক দিক থেকে শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতির কার্যক্রম ও প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে মুসলিম বিনিয়োগকারীগণ বৈধ শেয়ারে বিনিয়োগ করার সুযোগ পান এবং নিজের সম্পদের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। যদি শেয়ার এর বৈধতা যাচাইয়ের কোন পদ্ধতি না থাকে, তবে এর বৈধতা প্রশ্নে সুস্পষ্ট কোন ধারণা থাকে না। ফলত তা স্পষ্টভাবে বৈধ বিনিয়োগের খাত হিসেবে বিবেচিত হয় না। এমতাবস্থায় সচেতন মুসলিম ব্যক্তি এতে বিনিয়োগে উৎসাহ পান না বিধায় কোন কোন অবস্থায় তাদের সম্পদ ব্যবসায়িক কার্যক্রমের বাহিরে অলস পড়ে থাকে, অবশেষে ভোগ, সময়ের আবর্তন, মুদাস্ফীতি ইত্যাদি কারণে তা নিঃশেষ হয়ে যায়। এ কারণে মালয়েশিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়, বৈধ বিনিয়োগের ক্ষেত্র সৃষ্টির পূর্বে ব্যাংকিং খাতে মালয় মুসলিমদের কোন সম্পদ ছিলো না। পরবর্তীতে নব্বই'র দশকে ইসলামী ব্যাংকিংসহ বৈধ বিনিয়োগের আরো অনেক খাত সৃষ্টি হওয়ার পর জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের সম্পদ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং বর্তমানে তা ২৫-৩০% এ উপনীত হয়েছে। সুতরাং বিনিয়োগের বৈধ খাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে শেয়ার এর বৈধতা যাচাইকরণ পদ্ধতির প্রচলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপরন্তু, প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা যাচাইকরণ পদ্ধতির প্রভাব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যাংকসহ অন্যান্য সাধারণ অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানের তারল্য সংকটের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত বৈধ বিনিয়োগ খাত না থাকার কারণে ইসলামী ব্যাংকসহ অপরাপর ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তারল্যে ভরপুর থাকে। শেয়ার এর বৈধতা যাচাই পদ্ধতির প্রবর্তন ইসলামী অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য হালাল বিনিয়োগের নতুন নতুন খাত সৃষ্টি করে এবং অলস পড়ে থাকা সম্পদের

সার্কুলেশনের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে আরো গতিশীল করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা যাচাইকরণ (**Shari'ah Screening**) পদ্ধতির মূলনীতি সাধারণত যখন কোন শেয়ার এর বৈধতা/অবৈধতা যাচাই বাছাই করা হয় তখন দু'টি বিষয় মৌলিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়ে থাকে।

এক: ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিরীক্ষণ (business screen)

কোম্পানির মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রম যাচাই বাছাই করা যে, এটি কি ইসলামী বিধানসম্মত, অথবা এখানে কি এরূপ কোন কার্যক্রম আছে যা ইসলামী বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। এ প্রকারের যাচাই বাছাই “ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিরীক্ষণ” বা '*Business Screen*' হিসেবে পরিচিত।

এ ধাপের যাচাই বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত কোম্পানির মৌলিক ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে যদি শরীয়ার বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক তথা অবৈধ কোন তৎপরতার সাথে কোম্পানির ব্যবসায়িক সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়, তাহলে উক্ত কোম্পানির শেয়ার শরয়ী বৈধতা যাচাই পরীক্ষায় অকৃতকার্য হিসেবে বিবেচিত হবে এবং উক্ত শেয়ারে বিনিয়োগ করাও অবৈধ হবে। সাধারণত যে সকল তৎপরতার সাথে জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির শেয়ার অবৈধ হিসেবে বিবেচিত হবে তা হচ্ছে:

- ❖ টোবাকো এবং টোবাকো সংশ্লিষ্ট পণ্য দ্রব্য;
- ❖ এলকোহল তথা নেশাজাতীয় পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রয়;
- ❖ জুয়া, ক্যাসিনো কার্যক্রম;
- ❖ সুদী লেনদেন, সুদী ব্যাংকের সাথে লেনদেন এবং প্রচলিত বীমার সাথে সংশ্লিষ্টতা;
- ❖ পর্ণোগ্রাফী বাণিজ্য;
- ❖ শূকরের মাংস কিংবা শূকর সংশ্লিষ্ট পণ্যের লেনদেন এবং হারাম মাংসের ক্রয়-বিক্রয়;
- ❖ হারাম বিনোদন কার্যক্রম;
- ❖ অস্ত্র ক্রয়-বিক্রয়;
- ❖ অন্যান্য অবৈধ তৎপরতার সাথে সংশ্লিষ্টতা।

উল্লেখ্য যে, এ সকল তৎপরতার তালিকায় সংশ্লিষ্ট দেশের আইন-কানুন, পরিবেশ-পরিষ্কার, কৃষ্টি-কালচার, প্রচলিত রীতি-নীতি ইত্যাদির প্রেক্ষিতে ভিন্নতা ঘটতে পারে। পরবর্তীতে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচলিত নানাবিধ পদ্ধতি আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা দেখবো, মালয়েশিয়ায় প্রচলিত নিরীক্ষণ (screening) পদ্ধতিতে অস্ত্র ক্রয়-

বিক্রয় কিংবা অল্প বাণিজ্যকে অবৈধ তৎপরতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়নি, যা ডাউজোনস (Dow Jones) সহ অন্যান্য প্রচলিত পদ্ধতিতে বিবেচনা করা হয়েছে।

এমনও হতে পারে কোন কোম্পানির প্রধান ও মৌলিক ব্যবসা শরীয়াসম্মত, কিন্তু গ্রুপ কোম্পানির অধীনে অনেক সিস্টার, সহায়ক কিংবা ছোট ছোট কোম্পানি রয়েছে যেগুলোর কার্যক্রম শরীয়াসম্মত নয়। এমতাবস্থায় উক্ত কোম্পানির শেয়ার শরীয়াসম্মত হবে কি-না তা গ্রুপ কোম্পানির পরিপূর্ণ আর্থিক প্রোফাইল তথা আয়, ব্যয়, লাভ ইত্যাদি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে (ISRA 2015, 495)।

দুই: আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষণ (financial screen)

এক্ষেত্রে মূলত কোন কোম্পানির ঋণের পরিমাণ এবং কোম্পানির আর্থিক লেনদেনে স্পর্শ (tangible) ও স্পর্শাতীত (intangible) সম্পদের লেনদেনের অনুপাত ইত্যাদি নিরীক্ষণ করা হয়ে থাকে। সাধারণত যখন নতুন কোন প্রজেক্টের জন্য তহবিল সংগ্রহের প্রয়োজন দেখা দেয়, কিংবা নিয়মিত কার্যক্রমে তারল্য সংকট দেখা দেয়, তখন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণ নিতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে কোন কোন কোম্পানির ঋণের পরিমাণ তার মূল সম্পদের কয়েকগুণ বেশি হয়ে যায়, যার ফলে অনেক কোম্পানি দেওলিয়া হয়ে ছিটকে পড়তে বাধ্য হয়। তাইতো এখানে ঋণ এবং সম্পদের অনুপাত নিয়ে শরীয়া উদ্ভিগ্ন এবং এক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বেঞ্চমার্ক তথা মাপকাঠি প্রয়োজ্য। উপরন্তু ঋণ গ্রহণ করতে গিয়ে অনেক সময় কোম্পানিকে কনভেনশনাল কোন ঋণদাতার নিকট ধর্ণা দিতে হয়ে এবং সেখান থেকে ঋণ নিতে গিয়ে সুদ প্রদান করতে হয় যা শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক। তাই গুরুর দিকে তথা ১৯৯৩ সালে ওআইসি'র ইসলামিক ফিক্হ একাডেমী'র সিদ্ধান্ত ছিল, যে সকল কোম্পানির সুদী লেনদেনের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে, তাদের শেয়ার-এ বিনিয়োগ করা সম্পূর্ণভাবে হারাম। অবশ্যই পরবর্তীতে সার্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায় এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করে বিভিন্ন পার্সেন্টেজ নির্ধারণ করা হয়েছে, যা শেয়ার বিনিয়োগের শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণের বেঞ্চমার্ক তথা মাপকাঠি হিসেবে সুপরিচিত (ISRA 2015, 497)।

শেয়ার-এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণে প্রচলিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ পদ্ধতি

বিনিয়োগের নিমিত্তে শেয়ার-এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণের জন্য বিশ্বব্যাপী নানাবিধ পদ্ধতি চালু রয়েছে। আইন প্রণয়ন কিংবা মান নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন সংস্থা সংশ্লিষ্ট পরিবেশ পরিস্থিতি বিবেচনায় নানাবিধ পার্সেন্টেজ নির্ধারণ করেছে, যা লজ্জিত না হলে সংশ্লিষ্ট শেয়ার-এ বিনিয়োগ শরয়ীভাবে বৈধ বিবেচিত হবে। তবে এ সকল পার্সেন্টেজ নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে, যা মূলত বেঞ্চমার্ক হিসেবে পরিচিত, কুরআন সূন্যাহর কোন টেক্সট নয়; বরং সার্বিক কল্যাণ (মাস্লাহাহ) বাস্তবায়নই প্রধান দলিল

হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এ পর্যায়ে শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত কতিপয় সুপ্রসিদ্ধ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো:

১. AAOIFI প্রদত্ত নিরীক্ষণ পদ্ধতি

বাহরাইন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় নিয়ম নীতি প্রণয়নকারী, লেনদেনের শরয়ী মান নিয়ন্ত্রণকারী, ইসলামী অর্থকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য নানাবিধ স্ট্যান্ডার্ড প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে একাউন্টিং এন্ড অডিটিং অর্গানাইজেশন ফর ইসলামিক ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, AAOIFI)। উক্ত প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত মূলনীতি হচ্ছে, যে সকল কোম্পানির মূল ব্যবসা শরীয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তাদের শেয়ার এ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে বিনিয়োগ করা বৈধ।

ক. ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিরীক্ষণ (business screen)

- ❖ কোম্পানির অফিসিয়াল পরিচিতি কিংবা প্রতিষ্ঠা স্মারকে (memorandum of association) এ মর্মে কোন বক্তব্য থাকবে না যে, উক্ত কোম্পানি সুদের লেনদেনসহ শরীয়ার দৃষ্টিতে অবৈধ পণ্য কিংবা সার্ভিসের ক্রয় বিক্রয়ের সাথে জড়িত থাকবে। এ মর্মে AAOIFI এর বক্তব্য হচ্ছে, That the corporation does not state in its memorandum of association that one of its objectives is to deal interest, or in prohibited goods or materials like pork and the like (AAOIFI 2010, Sharī'ah Standard: 21).
- ❖ যদিও বা কোথাও কোথাও কোম্পানি শরীয়ার দৃষ্টিতে অবৈধ পণ্য কিংবা সার্ভিসের লেনদেনে জড়িয়ে পড়ে, কিন্তু তা থেকে প্রদত্ত আয় কোম্পানির সর্বমোট আয়ের ৫%^১ থেকে বেশি হতে পারবে না। অবৈধ উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় মোট আয়ের ৫% থেকে বেশি হলে উক্ত কোম্পানির শেয়ার শরীয়াসম্মত নয় বলে বিবেচিত হবে, যার ফলে উক্ত শেয়ার এ বিনিয়োগ করা বৈধ হবে না। এ মর্মে AAOIFI এর শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডে বলা হয়েছে: That the amount of income generated from prohibited component does not exceed 5% of total income of the corporation irrespective of the

^১ উক্ত ৫%সহ পরবর্তীতে উল্লেখিত ছাড়ের বিভিন্ন হার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও অঞ্চলের শরীআহ বিশেষজ্ঞগণের মতামতের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা হয়েছে। তাঁরা মূলত মাসলাহাহ বা মানবকল্যাণ নীতি বিবেচনায় এনে এ জাতীয় সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এ প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু এ বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনুশীলন দেখানো সেহেতু এর ওপর আলাদা পর্যালোচনা এখানে আলোচিত হয়নি।

income being generated by undertaking a prohibited activity, by ownership of a prohibited asset or in some other way (AAOIFI 2010, Sharī'ah Standard: 21).

খ. আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষণ (financial screen)

- ❖ স্বল্প মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী যাবতীয় সুদযুক্ত ঋণের পরিমাণ কোম্পানির সকল শেয়ারের সর্বমোট বাজার দরের ৩০% থেকে কম হতে হবে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে, সুদের ওপর ঋণ গ্রহণ করা হারাম, তা যে পরিমাণ হউক না কেন। এ মর্মে AAOIFI এর শরীয়া স্ট্যান্ডার্ডে বলা হয়েছে: That the collective amount raised as loan on interest, whether long term or short term debt, does not exceed 30% of the market capitalization of the corporation, knowingly that raising loans on interest is prohibited whatsoever the amount is (AAOIFI: 2010, Sharī'ah Standard: 21).
- ❖ সুদযুক্ত ডিপোজিট গ্রহণের পরিমাণ কোম্পানির সকল শেয়ারের সর্বমোট বাজার দরের ৩০% থেকে কম থাকতে হবে। তবে এ কথা মনে রাখতে হবে সুদের ভিত্তিতে ডিপোজিট গ্রহণ করা হারাম, তা যে পরিমাণ হউক না কেন। এ ক্ষেত্রে AAOIFI এর মূলনীতি হচ্ছে: That the total amount of interest taking deposits, whether short, medium or long term, shall not exceed 30% of the market capitalization of total equity, knowingly that interest taking deposits are prohibited whatsoever the collective amount is (AAOIFI 2010, Sharī'ah Standard: 21).

২. মালয়েশিয়ান সিকিউরিটিস কমিশন প্রচলিত নিরীক্ষণ পদ্ধতি

১৯৯৫ইং সালে মালয়েশিয়ান সিকিউরিটিস কমিশন (Securities Commission Malaysia, SC) সর্বপ্রথম শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি প্রচলন করে। প্রাথমিকভাবে প্রচলিত নিরীক্ষণ পদ্ধতিতে নানাবিধ সেক্টর ভেদে ৫%, ১০%, ২০% এবং ২৫% ইত্যাদি মানদণ্ড (benchmark) প্রযোজ্য ছিলো। পরবর্তীতে ২০১৩ইং সালে এ সকল বেঞ্চমার্ক পুনর্বিবেচনা করে নতুন বেঞ্চমার্ক চালু করা হয়। মালয়েশিয়ান সিকিউরিটিস কমিশন কর্তৃক বর্তমানে প্রচলিত নিরীক্ষণ পদ্ধতি নিম্নরূপ:

ক. ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিরীক্ষণ (business screen)

নতুনভাবে প্রচলিত নিরীক্ষণ পদ্ধতিতে শুধুমাত্র ৫% এবং ২০% এ দু'টি বেঞ্চমার্ক কার্যকর রাখা হয়।

- ❖ এ পদ্ধতিতে যে কোন কোম্পানির শেয়ার শরীয়াসম্মত শেয়ার হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে যদি নিম্নবর্ণিত খাত থেকে তাদের আয় (revenue) এবং লাভ (profit before tax, PBT) সর্বমোট আয় এবং লাভের (PBT) ৫% থেকে কম হয়ে থাকে। খাতগুলো নিম্নরূপ:
 - কনভেনশনাল ব্যাংকিং এবং বীমা;
 - জুয়া ও জুয়ার ব্যবসা (casino, gambling);
 - নেশাজাতীয় পানীয় ও পণ্য দ্রব্য, শূকর ও শূকর সম্পৃক্ত পণ্য এবং হারাম খাদ্য পানীয়ের ক্রয় বিক্রয়;
 - হারাম বিনোদন;
 - কনভেনশনাল একাউন্টস ও কনভেনশনাল বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সুদ;
 - তামাক ও তামাকজাত পণ্য দ্রব্য;
 - অন্যান্য বাণিজ্যিক তৎপরতা যা শরীয়ার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।
- ❖ মালয়েশিয়ান সিকিউরিটিস কমিশন প্রবর্তিত অপর একটি বেঞ্চমার্ক হচ্ছে ২০%, অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে ২০% পর্যন্ত ছাড় দেয়া যাবে। সুতরাং নিম্নবর্ণিত খাতগুলো থেকে প্রাপ্ত আয় এবং লাভ যদি সংশ্লিষ্ট কোম্পানির সর্বমোট আয় এবং লাভ এর ২০% থেকে কম হয়, তাহলে উক্ত কোম্পানির শেয়ার শরীয়ার বৈধতা নিরীক্ষণ পরীক্ষায় সফল বলে বিবেচনা করা হবে এবং উক্ত শেয়ার শরীয়াসম্মত হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে। ২০% প্রযোজ্য সংশ্লিষ্ট খাতগুলো হচ্ছে:
 - হোটেল এবং রিসোর্ট ব্যবসা;
 - শেয়ার এবং স্টক ব্রোकिং ব্যবসা;
 - শরীয়াসম্মত নয় এমন তৎপরতা থেকে প্রাপ্ত ভাড়া (rental);
 - অন্যান্য বাণিজ্যিক তৎপরতা যা শরীয়ার দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় (SCM 2018, 12)।

এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য:

- পরীক্ষা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণত দু'টি বেঞ্চমার্কের পৃথক পৃথকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে।
- প্রতিটি বেঞ্চমার্ক সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অবৈধ আয় ও অবৈধ লাভের পরিমাণ একসাথে হিসেব করে বেঞ্চমার্কের সাথে তুলনা করত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে থাকে। যেমন: ৫% বেঞ্চমার্ক জুয়া থেকে প্রাপ্ত আয় যদি ৩% হয় এবং টোবাকো থেকে প্রাপ্ত আয় যদি ৩% হয়, তাহলে সর্বমোট ৬% হওয়ার কারণে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির শেয়ার শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিবেচিত হবে, যার ফলে উক্ত কোম্পানির শেয়ার এ বিনিয়োগ করা শরীয়াসম্মত হবে না।

➤ মালয়েশিয়ান সিকিউরিটিস কমিশন এর নিয়ম অনুযায়ী শরীয়াসম্মত শেয়ার হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে আগ্রহী কোম্পানিদেরকে প্রতি দু'বৎসর পর পর উক্ত শরীয়া নিরীক্ষণ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেক্ষেত্রে বিগত দু'বৎসরের পরিপূর্ণ আয়, ব্যয়, লাভ ইত্যাদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। তাই এমনও হয়ে থাকে কোন কোম্পানির শেয়ার বর্তমানে শরীয়াসম্মত, কিন্তু পরবর্তীতে নিরীক্ষণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়ার কারণে তা শরীয়াসম্মত তালিকা থেকে ছিটকে পড়তে বাধ্য হয়। শরীয়াসম্মত হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য কোম্পানির উভয় বৎসরের লেনদেন পৃথকভাবে নিরীক্ষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। যদি এক বৎসরের হিসেবে উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু পরবর্তী বৎসরের হিসেবে উত্তীর্ণ না হয়, তাহলে উক্ত কোম্পানির শেয়ার শরীয়াসম্মত হিসেবে তালিকাভুক্ত হবে না।

খ. আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষণ (financial screen)

আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ান সিকিউরিটিস কমিশন প্রবর্তিত পদ্ধতি অনুযায়ী নিম্নলিখিত আর্থিক অনুপাতগুলো (financial ratios) বজায় রাখতে হবে:

- ❖ কনভেনশনাল একাউন্টস, কনভেনশনাল প্রজেক্ট এবং কনভেনশনাল ইনস্ট্রুমেন্টস ইত্যাদিতে ক্যাশ টাকা বিনিয়োগের পরিমাণ কোম্পানির সর্বমোট সম্পদের ৩৩% থেকে কম হতে হবে।
- ❖ সুদযুক্ত ঋণের পরিমাণ কোম্পানির সর্বমোট এসেটের ৩৩% থেকে কম হতে হবে।

এখানে এ দু'টি আর্থিক অনুপাত বজায় রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোম্পানির ব্যালান্স শীটে সুদযুক্ত উপাদানগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং তা সর্বদা কোম্পানির সর্বমোট এসেটের ৩৩% থেকে কম হতে হবে (SCM 2018, 13)।

➤ উপরন্তু মিক্সড কোম্পানির (mixed companies, অর্থাৎ যে কোম্পানির ব্যবসায়িক কার্যক্রমে হালাল এবং হারাম উভয়ের সংমিশ্রণ রয়েছে), তার শেয়ার শরীয়াসম্মত হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য মালয়েশিয়ান সিকিউরিটিজ কমিশন এর শরীয়া বোর্ড আরো কতিপয় শর্তারোপ করেছে। যেমন:

- উক্ত কোম্পানির প্রধান ও মূল কার্যক্রম (core activities) হালাল হতে হবে এবং মূল কার্যক্রম এর তুলনায় হারাম উপাদান খুবই অল্প হতে হবে;
- কোম্পানির প্রতি জনগণের দৃষ্টিভঙ্গী (public perception) ইতিবাচক ও ভাল হতে হবে।
- কোম্পানির প্রধান ও মূল কার্যক্রম এরূপ হতে হবে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যার মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হয়। হারাম উপাদান খুবই অল্প এবং

এরূপ হতে হবে, যা খুবই ব্যাপক এবং এড়িয়ে যাওয়া কষ্টকর (common plight/البلوى عموم), কিংবা যা কৃষ্টি কালচার এর সাথে সম্পৃক্ত অথবা এরূপ বিষয় যা অমুসলিম জাতির অধিকারের সাথে সম্পৃক্ত যা ইসলামে স্বীকৃত (Resolutions of Securities Commission's SAC, 2007, 150)

৩. ডাউজোনস ইসলামিক মানি মার্কেট প্রচলিত নিরীক্ষণ পদ্ধতি

ইসলামিক পুঁজি বাজারে ডাউজোনস অত্যন্ত সুপরিচিত একটি নাম। ডাউজোনস (Dow Jones) নামক ব্যক্তির মাধ্যমে ১৯৯৯ ইং সালে সর্বপ্রথম ইসলামিক স্টক ইনডেক্স এর সূচনা হয়, যার নামকরণ করা হয় ডাউজোনস ইসলামিক মার্কেট (Dow Jones Islamic Market, DJIM)। ডাউজোনস প্রবর্তিত শেয়ার এর শরীয়া বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি নিম্নরূপ:

ক. ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিরীক্ষণ (business screen)

নানাবিধ সম্ভাব্য অবৈধ উৎস থেকে প্রাপ্ত আয় কোম্পানির সর্বমোট আয়ের ৫% থেকে বেশি হতে পারবে না। উক্ত অবৈধ উৎসগুলো হচ্ছে:

- এলকোহল;
- শূকর জাতীয় পণ্য দ্রব্য;
- কনভেনশনাল অর্থনীতি ও ব্যাংকিং;
- বিনোদন যেমন হোটেল, ক্যাসিনো, জুয়া, সিনেমা, পর্নোগ্রাফী, মিউজিক, ইত্যাদি;
- টোবাকো;
- অস্ত্র এবং প্রতিরোধ সামগ্রী।

খ. আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষণ (financial screen)

- কোম্পানির সকল শেয়ারের বাজার দরের তুলনায় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী মোট ঋণের অনুপাত ৩৩% থেকে কম হতে হবে;
- কোম্পানির সকল শেয়ারের বাজার দরের তুলনায় ক্যাশ এবং সুদযুক্ত সিকিউরিটিজ এর পরিমাণের অনুপাত ৩৩% থেকে কম হতে হবে;
- কোম্পানির সকল শেয়ারের বাজার দরের তুলনায় উত্তলযোগ্য সম্পদের (receivables) অনুপাত ৩৩% থেকে কম হতে হবে (S&P, Dow Jones Indices, 2012)।

৪. পাকিস্তানভিত্তিক মিজান ব্যাংক প্রচলিত নিরীক্ষণ পদ্ধতি

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে প্রয়োগের নিমিত্তে পাকিস্তানভিত্তিক মিজান ব্যাংকও (Meezan Bank) শেয়ার এর বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি চালু করেছে। শেয়ার এর বৈধতা নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে মিজান ব্যাংক প্রবর্তিত মূলনীতি হচ্ছে:

এক: কোম্পানির মূল ব্যবসায়িক কার্যক্রম (core business) ইসলামী শরীয়াহ'র সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারবে না। সুতরাং যে সকল কোম্পানি সুদভিত্তিক আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করে, যেমন কনভেনশনাল ব্যাংক, সাধারণ বীমা ইত্যাদির শেয়ার শরীয়া বৈধতা পাওয়ার উপযুক্ত হবে না। এছাড়াও যে সকল কোম্পানির মূল ব্যবসা অবৈধ, যেমন মদ, জুয়া, শূকর, নাইট ক্লাব, পর্নোগ্রাফী, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি ব্যবসা সংশ্লিষ্ট কোম্পানীর শেয়ার শরীয়া বৈধতা নিরীক্ষণে অকৃতকার্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

দুই: মোট সম্পদের অনুপাতে সুদযুক্ত ঋণের পরিমাণ ৩৭% থেকে কম হতে হবে।

তিন: মোট সম্পদের অনুপাতে শরীয়া অবৈধ বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৩% থেকে কম থাকতে হবে।

চার: মোট আয়ের অনুপাতে শরীয়া অবৈধ আয়ের পরিমাণ ৫% থেকে কম হতে হবে।

পাঁচ: মোট সম্পদের অনুপাতে নগদ টাকার সমতুল্য নয় (illiquid assets) এরূপ সম্পদের পরিমাণ ২৫% থেকে কম থাকতে হবে।

ছয়: প্রতিটি শেয়ার এর বাজার মূল্য (market price per share) এর মূল দাম কিংবা কোম্পানির তরল এসেট (net liquid assets per share) অনুপাতে প্রাপ্ত মূল্য থেকে বেশি হতে হবে।

উল্লেখ্য যে, যদি কোন কোম্পানির মূল ব্যবসা (core business) বৈধ হয়, কিন্তু কোম্পানির অতিরিক্ত টাকার কোন অংক সুদযুক্ত কোন একাউন্টে ডিপোজিট হিসেবে রাখা হয়, কিংবা কোম্পানি যদি প্রয়োজনে সুদের ওপর কোন ঋণ গ্রহণ করে থাকে, এ জাতীয় লেনদেনের ক্ষেত্রে অবশ্যই শেয়ার হোল্ডারদের অসম্মতিসূচক (showing of discomfort) বক্তব্য কিংবা চিঠিপত্র ইত্যাদি সংরক্ষিত থাকতে হবে (Meezan Bank's website, accessed on June 27, 2018)।

৫. চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ অধিভুক্ত শারীয়াহ ইনডেক্স প্রবর্তিত নিরীক্ষণ পদ্ধতি

চট্টগ্রাম স্টক একচেঞ্জ (Chittagong Stok Exchange, CSE) এর তত্ত্বাবধানে চিটাগং শরীয়াহ ইনডেক্স (CSE Shariah Index, CSI) এরও নিজস্ব শেয়ার এর বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি রয়েছে। শেয়ার এর বৈধতা নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে চিটাগং শরীয়াহ ইনডেক্স প্রবর্তিত নীতিমালা হচ্ছে:

এক: কোম্পানির মূল ব্যবসা হালাল হতে হবে। সুতরাং অবৈধ ব্যবসা যেমন সুদযুক্ত আর্থিক লেনদেন, টোবাকো, এলকোহল, শূকর, খারাপ বিনোদন, বিস্ফোরক উৎপাদন ইত্যাদি ব্যবসার সাথে যে সকল কোম্পানীর সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাদের শেয়ার শরীয়া বৈধতা নিরীক্ষণের অনুপযুক্ত বিবেচিত হবে।

দুই: মোট সম্পদের অনুপাতে ঋণের পরিমাণ ২৫% থেকে কম হতে হবে।

তিন: মোট আয়ের অনুপাতে শরীয়া অবৈধ আয়ের পরিমাণ ৩% থেকে কম হতে হবে।

চার: মোট সম্পদের অনুপাতে নগদ টাকার (cash) এবং উশুলযোগ্য সম্পদের (receivables) পরিমাণ ৯০% থেকে কম হতে হবে (CSE's website, accessed on June 27, 2018)।

এছাড়াও আন্তর্জাতিক বিশ্বে প্রচলিত আরো কতিপয় ইসলামী ইনডেক্স রয়েছে, যেমন MSCI Global Islamic Indices, FTSE Shari'ah Global Equity Index Series, Russell Jadwa Shari'ah Indexes, ইত্যাদি (ISRA, 499-502)। শেয়ার এর বৈধতা নিরীক্ষণে এদেরও রয়েছে নিজস্ব প্রবর্তিত পদ্ধতি, যা সংক্ষেপে নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

বেঞ্চমার্ক বিবরণী	AAOIFI	SC Malaysia	DJIM	MSCI	FTSE	Russell Jadwa	Meezan Bank	CSE
ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিরীক্ষণ (business screen)								
শরীয়াসম্মত নয় এমন কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত আয় এবং লাভ/ সর্বমোট আয় এবং লাভ	৫%	৫% এবং ২০%	৫%	৫%	৫%	৫%	৫%	৩%
আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষণ (financial screen)								
সুদযুক্ত ঋণ/ সকল শেয়ারের গড়ে ১২ মাসের সর্বমোট বাজার দর	৩০%	৩৩%	৩৩%	৩৩.৩৩%	৩৩%	৩৩%	৩৭%	২৫%
মোট ক্যাশ, সুদযুক্ত ডিপোজিট এবং উশুলযোগ্য সম্পদ/ সকল শেয়ারের গড়ে ১২ মাসের সর্বমোট বাজার দর	৩০%	XX	৩৩%	৩৩.৩৩%	৫০%	৭০%	৩৩%	৯০%
মোট ক্যাশ, ডিপোজিট এবং সুদযুক্ত সিকিউরিটিজ/ সকল শেয়ারের গড়ে ১২ মাসের সর্বমোট বাজার দর	৩০%	৩৩%	৩৩%	৩৩.৩৩%	৩৩.৩৩%	৩৩%	৩৭%	XX

সারণি ০১: শেয়ার এর শরীয়া বৈধতা নিরীক্ষণের নানাবিধ পদ্ধতির তুলনামূলক উপস্থাপনা (Author)

বিশুদ্ধ করার বাধ্যবাধকতা (Purification)

উপরের আলোচনায় দেখা যায়, শেয়ার এর শরীয়া বৈধতা নিরীক্ষণে প্রচলিত নানাবিধ পদ্ধতিতে শরীয়াসম্মত নয় আয়ের এমন উৎস থেকেও বিভিন্ন পার্সেন্টেজ পর্যন্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে। মূলত বৈধ নয় এমন উৎস থেকে সামান্যতমও আয় করা এবং তা উপভোগ করা ইসলামী আইনে অনুমোদিত নয়। তাই শেয়ার এর শরীয়া

বৈধতা নিরীক্ষণের পদ্ধতিতে এ বিষয়টি খুব জোরালোভাবে বলা হয়েছে, যতটুকু পরিমাণ অবৈধ আয় এবং লাভের উপস্থিতিতে সংশ্লিষ্ট শেয়ার এর বৈধতা দেয়া হয়েছে, তা পুরোটাই জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করতে হবে। উক্ত আয় কিংবা লাভের সামান্যতম অংশও শেয়ারহোল্ডার, বিনিয়োগকারী কিংবা কোম্পানি সংশ্লিষ্ট কারো মাঝে বিতরণ করা যাবে না। উপরন্তু, এর মাধ্যমে কোম্পানি কোনভাবেই লাভবান হতে পারবে না, যেমন: ট্যাক্স হ্রাস করা, কিংবা যাকাত আদায় করা ইত্যাদি। একে বলা হয় পবিত্রকরণ কিংবা বিশুদ্ধকরণ পদ্ধতি (purification), যা জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করার মাধ্যমে মূলত কোম্পানির অবশিষ্ট আয় এবং লাভের পরিমাণকে পবিত্র ও বৈধ করা হয়। ইসলামী আইনে বিদ্যমান যাকাত আদায়ের বাধ্যবাধকতা থেকে মূলত পবিত্রকরণের এ ধারণা পাওয়া যায়। যাকাত ব্যক্তি বা কোম্পানির আয় বিশুদ্ধকরণের অন্যতম বাধ্যতামূলক একটি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচিত। শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণে পবিত্রকরণের বাধ্যবাধকতা অতিরিক্ত একটি শর্ত হিসেবে বিবেচিত (ISRA , 2015, 509)।

এ মর্মে AAOIFI এর শরয়ী স্ট্যান্ডার্ডে বলা হয়েছে: It is obligatory to eliminate prohibited income specific to the share that is mixed up with the earnings of the corporations. It is not permitted to utilize the prohibited component in any way whatsoever nor is any legal fiction to be created to do so even if this is through the payment of taxes (AAOIFI 2010, Sharī‘ah Standard: 21).

শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতির (*fiqhi justification*) ফিক্হী যৌক্তিকতা সাধারণত সুদযুক্ত ঋণ আদান প্রদান কিংবা সুদযুক্ত ডিপোজিট গ্রহণ, কিংবা অন্য যে কোন অবৈধ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের সাথে যেসব কোম্পানির সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাদের শেয়ার-এ বিনিয়োগ করা অবৈধ বলে বিবেচিত হওয়ার উপযুক্ত। তথাপিও শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতিতে দেখা যায়, এ জাতীয় কোম্পানিকে নির্ধারিত একটি পার্সেন্টেজ পর্যন্ত ছাড় দেয়া হয়েছে এবং তাদের শেয়ারে বিনিয়োগ করা বৈধ বলে বিবেচনা করা হয়েছে, যদিও নির্ধারিত সে পার্সেন্টেজ- এর আয় কিংবা লাভের কোন অংশই কোম্পানি সংশ্লিষ্ট কেউ উপভোগ করতে পারবে না; বরং জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ার যে সকল মূলনীতি বিবেচনায় রাখা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

এক: রাফউল হারজ (رفع الحرج) তথা কষ্ট লাঘব করার মূলনীতি: রাফউল হারজ তথা কষ্ট লাঘব করা ইসলামী শরীয়ার অন্যতম একটি মূলনীতি। মানুষের সাধ্যাতীত কষ্ট হয় এমন কোন বিধান ইসলামী আইনে প্রবর্তন করা হয়নি।

কুরআন কারীম ও রাসূলের সা. হাদীসে এ বিষয়ে বারংবার তাকিদ দেয়া হয়েছে। শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণে যদি এ পরিমাণও সুযোগ দেয়া না হয়, তাহলে বৈধ তালিকাভুক্ত শেয়ার এর অনুপস্থিতিতে মানুষ হয়তবা অবৈধ শেয়ার এ বিনিয়োগ করতে অথবা বৈধ বিনিয়োগ এর সুযোগ না পেয়ে সম্পদ অলস ফেলে রাখতে বাধ্য হবে, যার পরিণামে মুদ্রাস্ফীতি, ভোগ ইত্যাদির ফলে সম্পদ নিঃশেষ হয়ে যাবে।

দুই: সার্বিক প্রয়োজন ও জনকল্যাণ (المصلحة العامة) সাধন করার মূলনীতি: সম্পদের বিনিয়োগ একটি সার্বিক ও অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। অপরদিকে ধর্মীয় অনুশাসনের কারণে মুসলিমরা শুধুমাত্র হালাল ও পবিত্র খাতে বিনিয়োগ করতে বাধ্য। তাই বৈধ শেয়ারসমূহ যাচাই বাছাই করে পৃথকভাবে তালিকাভুক্ত করার মাধ্যমে জনকল্যাণ ও সার্বিক উপকার সাধিত হয়ে থাকে।

তিন: ব্যাপক দুর্দশা (عموم البلى): বহমান এ সময়ে সুদী লেনদেন, সুদের উপর ঋণ আদান প্রদান, মদ জুয়াসহ অবৈধ কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক তৎপরতায় পরিণত হয়েছে। জাহেলিয়াতের এ সময়ে নিখুঁতভাবে শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ করা অত্যন্ত দুষ্কর। জীবনের গতিশীলতা ধরে রাখার জন্য সার্বিক জনকল্যাণের স্বার্থে ব্যাপক এ ফেতনা ফাসাদকে বিবেচনায় রেখে শেয়ার এর বৈধতা নিরীক্ষণে সুনির্দিষ্ট একটি পরিমাণ পর্যন্ত ছাড় দেয়া হয়েছে। ব্যাপক কোন দুর্দশা ও দুর্ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটু ছাড় দেয়া শরীয়ার অন্যতম একটি মূলনীতি হিসেবে বিবেচিত (Resolutions of Securities Commission’s SAC, 2007, 156)।

চার: শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণের পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ পর্যন্ত ছাড় দেয়ার ক্ষেত্রে অধিকাংশ কিংবা প্রাধান্য বিস্তারকারী বিষয়ের অগ্রাধিকার দেয়ার নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও যার সম্পদের সিংহভাগ বৈধ তার সাথে লেনদেন করা শরীয়ার বিধানে বৈধ। ইমাম ইয্য ইবন আবদুস সালাম রহ. বলেন:

وإن غلب الحلال بأن اختلط درهم حرام بألف درهم حلال جازت المعاملة
যদি হালাল এর পরিমাণ বেশি হয়, এরূপ যে এক হাজার হালাল
দিরহামের সাথে একটি হারাম দিরহামের সংমিশ্রণ ঘটলো, এমতাবস্থায়
উক্ত লেনদেন বৈধ হবে (‘Izz ibn ‘Abd al-Salām , 1357H, 1/72)।

ইমাম আল কাছানী রহ.-ও বলেন:

كل شيء أفسده الحرام والغالب عليه الحلال فلا بأس عليه
হারাম এর কারণে যা কিছু বাতিল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, তাতে যদি
হালাল এর পরিমাণ বেশি থাকে তবে সেক্ষেত্রে কোন অসুবিধা নেই (Al-
Kāsānī, 2000, 6/144)। যে তহবিলে হালাল এবং হারাম সম্পদের

সংমিশ্রণ ঘটে ব্যাপারে ইমাম ইবন তাইমিয়াহ রহ.-ও একই মতামত ব্যক্ত করে বলেন:

فإن كان الحلال هو الأغلب لم يحكم بتحريم المعاملة، وإن كان في ماله حلال وحرام واختلط لم يحرم الحلال بل له أن يأخذ قدر الحلال.

যদি হালাল এর পরিমাণ বেশি হয়, তাহলে উক্ত লেনদেনকে হারাম বলে সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে না। যদি কোন ব্যক্তির সম্পদে হালাল এবং হারামের সংমিশ্রণ ঘটে, তাহলে সে যেন হালাল অংশকে হারাম মনে না করে; বরং হালাল এর সমপরিমাণ অংশ উপভোগ করা তার জন্য বৈধ হবে (Ibn Taymiyyah, 2004, 29/273)।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত আলোচনা সংশ্লিষ্ট অপর একটি ফিক্‌হী মূলনীতি পাওয়া যায়, যা আপাতদৃষ্টিতে উপরোক্ত আলোচনার সাথে সাংঘর্ষিক। উক্ত মূলনীতি হচ্ছে:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

যদি হালাল এবং হারামের সংমিশ্রণ ঘটে, তাহলে সে ক্ষেত্রে হারাম অগ্রাধিকার লাভ করবে (Zaydān, 2015, 211)।

অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয় বা বস্তু হারাম বলে বিবেচিত হবে। সুতরাং যে সকল কোম্পানির সামান্যতম হলেও অবৈধ কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্টতা রয়েছে তাদের শেয়ার অবৈধ হতে বাধ্য। কিন্তু সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, মূলত উভয়ের মাঝে কোন বৈপরীত্য নেই। কারণ:

- হারাম হওয়ার মূলনীতির ব্যাপারে মুসলিম স্কলার সবাই ঐকমত্য পোষণ করেননি। উক্ত মূলনীতি স্বয়ং পরস্পরবিরোধী। কেউ বলেছেন হারাম হবে, আবার কেউ বলেছেন হালাল। যদি সম্পদের সিংহভাগ হারাম হয় তাহলে হারাম অংশ ব্যতিরেকে বাকি অংশ হালাল হবে।
- ইমাম সূয়ুতী রহ. এ মূলনীতির সমর্থনে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন,

ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال

অর্থাৎ যখন হালাল ও হারাম মুখোমুখি হবে, তখন হালালের ওপর হারাম প্রাধান্য পাবে। মুসলিম স্কলারগণ উক্ত হাদীসকে অপরিচিত বলেছেন। ইমাম বাইহাকী এ হাদীসকে দুর্বল (য'য়ীফ) এবং মুনকাতি' (হাদীসের সনদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা) বলে রায় দিয়েছেন (al-Suyūṭī, 1994, 139)।

- উক্ত মূলনীতির আলোচনা শেষে ইমাম সূয়ুতী রহ এর সাথে সাংঘর্ষিক অপর একটি মূলনীতিও উল্লেখ করেছেন। যা হচ্ছে:

الحرام لا يحرم الحلال

অর্থাৎ হারাম হালাল কিছুকে হারাম করে না। এ থেকে বুঝা গেল উপরোক্ত মূলনীতি সার্বিক নয়; বরং আংশিক এবং ক্ষেত্রবিশেষে প্রযোজ্য (Ibid, 151)।

- উপরোক্ত সকল মূলনীতিই স্ব স্ব স্থানে সঠিক। এগুলোর প্রয়োগ ও ব্যবহারের স্থান ভিন্ন ভিন্ন। কোনটি এমন এক ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় যেখানে অপরটি হয় না। যেমন: যদি মুসলিম এবং অমুসলিম ব্যক্তির জবাইকৃত পশুর মধ্যে সংমিশ্রণ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে হারাম অগ্রাধিকার পাওয়ার মূলনীতিই ধর্তব্য হবে। কিন্তু কোন কোম্পানির বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ডে যদি হালাল এবং হারামের সংমিশ্রণ ঘটে সেক্ষেত্রে উপরে উল্লেখিত মুসলিম স্কলারদের মতামত অনুযায়ী হারামটুকু বর্জন করে অবশিষ্ট অংশ হালাল হওয়ার মূলনীতিই ধর্তব্য হবে (Resolutions of Securities Commission's SAC, 2007, 158)।
- উপরন্তু, উক্ত দু'টি মূলনীতির মুখোমুখি অবস্থানে হালাল হওয়ার মূলনীতি অগ্রাধিকার পাওয়ার উপযুক্ততা রাখে; কারণ তা জনকল্যাণ সাধন (مصلحة), ফিতনা-ফাসাদের যুগ (فساد الزمان), ব্যাপক দুর্দশা ও মুসীবত (عموم البلوى) ইত্যাদি মূলনীতির সমর্থনপুষ্ট। এ সকল মূলনীতির দাবি অনুযায়ী কোন কোম্পানির কর্মকাণ্ডে হালাল ও হারামের সংমিশ্রণ ঘটলে সেক্ষেত্রে হারাম অংশ কম হওয়া এবং তা বর্জন করা সাপেক্ষে উক্ত কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করা বৈধ হবে (Resolutions of Securities Commission's SAC, 2007, 159)।

পাঁচ: উপরন্তু শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণের পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট একটি পরিমাণ পর্যন্ত ছাড় দেয়ার উপর ইসলামী ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন শরীয়া বোর্ড, ফতোয়া কমিটি এবং শরয়ী বৈধতা নিয়ন্ত্রণকারী কমিটি ঐকমত্য পোষণ করেছে (AAOIFI 2010, Shari'ah Standard: 21)।

উপরোক্ত সকল দলিল ও যুক্তির সমন্বয় করে AAOIFI এর শরীয়া স্ট্যান্ডার্ড (২১) এ বলা হয়েছে:

The basis for exempting trading in the shares of these corporations, whose primary activity is lawful, however they deposit amounts and borrow on the basis of interest, is the application of the rule of removal of hardship and acknowledging of general need, widespread practice, the acknowledged principles of surplus, shortage and predominance, as well as permissibility of dealing with one the major part of whose wealth is lawful. This is upheld by

most fatwa issuing organizations as well as the Shari'ah Supervisory Boards of Islamic banks (AAOIFI 2010).

ছয়: শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা পরীক্ষায় আর্থিক নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক অনুপাত এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানির সুদযুক্ত ঋণ, সুদযুক্ত সিকিউরিটিজ, উত্তোলযোগ্য সম্পদ (receivables) ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক তৃতীয়াংশ (৩০-৩৩%) পর্যন্ত ছাড় দেয়া হয়েছে। সুদযুক্ত এ সকল আইটেমে কোন কোম্পানির বিনিয়োগের পরিমাণ এক তৃতীয়াংশ হলেও উক্ত কোম্পানির শেয়ার শরীয়াসম্মত হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। মূলত এক তৃতীয়াংশের উক্ত মাপকাঠি রাসূলের সা. একটি হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে, যেখানে তিনি এক তৃতীয়াংশকে সর্বোচ্চ মাপকাঠি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন: 'এক তৃতীয়াংশ যথেষ্ট এবং তাও অনেক বেশি'। যদিও রাসূল সা. উক্ত বক্তব্য ওসীয়াতের ক্ষেত্রে বলেছেন, তথাপিও অন্যান্য ক্ষেত্রেও তা ব্যবহার করতে কোন বিধি নিষেধ নেই (Resolutions of Securities Commission's SAC, 2007, 162)।

যে হাদীস থেকে এক তৃতীয়াংশের ধারণা গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপ:

عَنْ سَعْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ . فَقُلْتُ لِي مَالٌ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ « الْثُلُثُ ، وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ حَيْرٍ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً . يَتَكْفُمُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ .

সাদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কাতে আমার অসুস্থ অবস্থায় রাসূল সা. একদা আমাকে দেখতে আসলেন। আমি বললাম: আমার কিছু সম্পদ আছে, আমি কি আমার সকল সম্পদ দান করার ওসীয়াত করে যাব? রাসূল সা. বললেন: না। আমি বললাম: তাহলে কি অর্ধেক করব? রাসূল সা. বললেন: না। আমি বললাম: তাহলে কি এক তৃতীয়াংশ করব? তিনি বললেন: হ্যাঁ, এক তৃতীয়াংশ যথেষ্ট এবং তাও অনেক বেশি। তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে দরিদ্র ও মানুষের নিকট হাত পাতবে এরূপ রেখে যাওয়ার চেয়ে ধনী অবস্থায় রেখে যাওয়া অতি

উত্তম (al-Bukhārī, 1987, 5/2047, No. 5039)।

শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণের একটি নমুনা

এ পর্যায়ে শরীয়াসম্মত হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা পরীক্ষার একটি নমুনা পেশ করা হলো:

❖ কোম্পানির পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্য

কোম্পানির পরিচয়	
নাম	ABC গ্রুপ অফ কনস্ট্রাক্ট লি.
প্রধান কার্যক্রম	নির্মাণকাজ (কনস্ট্রাকশন)
অধীনস্থ কোম্পানি	DEF লি. (ব্যবসা: নেশাজাতীয় পানীয়)
	GHI লি. (ব্যবসা: নির্মাণকাজ)
	JKL লি. (ব্যবসা: টোবাকো)
সহযোগী কোম্পানি	MNO (ব্যবসা: নির্মাণকাজ)
	PQR (ব্যবসা: নির্মাণকাজ)
প্রাসঙ্গিক / আর্থিক তথ্য (US\$)	
গ্রুপের সর্বমোট আয় (T/O= Turn Over)	১০ মিলিয়ন
গ্রুপের সর্বমোট লাভ (Profit before Tax, PBT)	৫ মিলিয়ন
নেশাজাতীয় পানীয় থেকে আয় (T/O)	৪০০,০০০
নেশাজাতীয় পানীয় থেকে লাভ (PBT)	১২০,০০০
টোবাকো থেকে আয় (T/O)	২০০,০০০
টোবাকো থেকে লাভ (PBT)	১০০,০০০

❖ শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ কার্যক্রম

অবৈধ উপাদান	ক্যালকুলেশন	ফলাফল
গ্রুপের সর্বমোট আয়ের (T/O) তুলনায় নেশাজাতীয় পানীয় থেকে আয়ের পরিমাণ	৪০০,০০০/১০ মিলিয়ন	৪.০%
গ্রুপের সর্বমোট লাভের (PBT) তুলনায় নেশাজাতীয় পানীয় থেকে লাভের পরিমাণ	১২০,০০০/৫ মিলিয়ন	২.৪%
গ্রুপের সর্বমোট আয়ের (T/O) তুলনায় টোবাকো থেকে আয়ের পরিমাণ	২০০,০০০/১০ মিলিয়ন	২.০%
গ্রুপের সর্বমোট লাভের (PBT) তুলনায় টোবাকো থেকে লাভের পরিমাণ	১০০,০০০/৫ মিলিয়ন	২.০%

❖ মন্তব্য

- উপরে বর্ণিত আন্তর্জাতিক বিভিন্ন মানদণ্ড অনুযায়ী ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিরীক্ষণে শরীয়াসম্মত হিসেবে শেয়ার তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য গ্রহণযোগ্য পরিমাণ হচ্ছে ৫%।

- উপরোক্ত ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, অবৈধ উপাদান থেকে মোট আয়ের পরিমাণ গ্রুপ আয়ের সর্বমোট পরিমাণের $(8.0\%+2.0\%)= 6.0\%$, যা বেঞ্চমার্ক তথা গ্রহণযোগ্য পরিমাণ থেকে বেশি।
- অপরদিকে অবৈধ উপাদান থেকে মোট লাভের পরিমাণ গ্রুপ লাভের সর্বমোট পরিমাণের $(2.8\%+2.0\%)= 8.8\%$, যা বেঞ্চমার্ক তথা গ্রহণযোগ্য পরিমাণ থেকে কম।

❖ চূড়ান্ত ফলাফল

উক্ত কোম্পানির শেয়ার শরীয়া অনুমোদিত হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার উপযুক্ত নয়; কারণ অবৈধ উপাদান থেকে মোট আয়ের পরিমাণ বেঞ্চমার্ক তথা গ্রহণযোগ্য পরিমাণ থেকে বেশি। সুতরাং উক্ত কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ করা বৈধ হবে না।

উল্লেখ্য যে, এখানে কোম্পানির এক বছরের আর্থিক লেনদেনের হিসেব করা হয়েছে। শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে পর পর দু'বছরের পৃথকভাবে হিসেব করা হয় এবং শরীয়া অনুমোদিত হওয়ার জন্য উভয় বছরের নিরীক্ষণে পৃথক পৃথকভাবে উত্তীর্ণ হতে হয়। সাধারণত প্রতি দু'বছর পর পর বৈধ তালিকাভুক্ত প্রতিটি কোম্পানির শেয়ারকে এ ধরনের নিরীক্ষণের মুখোমুখি হতে হয়।

উপসংহার

অত্র প্রবন্ধে বিভিন্ন কোম্পানির ইস্যুকৃত শেয়ার শরীয়া অনুমোদিত হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রচলিত শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণের নানাবিধ পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। সাধারণত শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি দুভাবে হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিরীক্ষণ (business screen) এবং অপরটি হচ্ছে আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষণ (financial screen)। ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রচলিত সকল পদ্ধতিতে অবৈধ কার্যক্রম থেকে প্রাপ্ত আয় ও লাভের ক্ষেত্রে কোম্পানির সর্বমোট আয় ও লাভের ৫% পর্যন্ত ছাড় দেয়া হয়েছে। শুধুমাত্র মালয়েশিয়ান সিকিউরিটিজ কমিশন প্রচলিত প্রক্রিয়ায় হোটেল, রিসোর্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাপ্ত আয় ও লাভের ক্ষেত্রে কোম্পানির সর্বমোট আয় ও লাভের ২০% পর্যন্ত ছাড় দেয়া হয়েছে। অপরদিকে আর্থিক লেনদেন নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় প্রচলিত সকল পদ্ধতিতে এক তৃতীয়াংশকে (৩০-৩৩%) বেঞ্চমার্ক তথা মানদণ্ড হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। সুদযুক্ত ঋণ, সুদযুক্ত সিকিউরিটিজ, উশুলযোগ্য (receivables) সম্পদ ইত্যাদিতে বিনিয়োগের পরিমাণ যদি কোম্পানির মোট বিনিয়োগের এক তৃতীয়াংশের বেশি না হয় তাহলে উক্ত কোম্পানির শেয়ার এ নিরীক্ষণ প্রক্রিয়ায় উত্তীর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে। তবে উল্লেখ্য যে, উক্ত পার্সেন্টেজ সংশ্লিষ্ট অবৈধ উপাদান থেকে প্রাপ্ত লাভের কোন অংশই বিনিয়োগকারীদের মধ্যে বন্টন কিংবা

কোম্পানির কোন কল্যাণে ব্যয় করা যাবে না; বরং তা অবৈধ সম্পদ থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হিসেবে ব্যবহৃত পদ্ধতির ন্যায় জনকল্যাণমূলক খাতে ব্যয় (dispose) করতে হবে।

সুদী অর্থব্যবস্থার বহমান এ সময়ে শেয়ার এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে হালাল বিনিয়োগে আগ্রহী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান উভয়ের জন্য বিনিয়োগের ক্ষেত্র ব্যাপক হয় এবং নতুন নতুন বিনিয়োগের খাত সৃষ্টি হয়। মুসলিম জনগোষ্ঠী এর মাধ্যমে সম্পদ বিনিয়োগের নিশ্চয়তা লাভ এবং মুদ্রাস্ফীতি (inflation) ইত্যাদি থেকে সম্পদের ক্ষয় রোধ করতে সক্ষম হয়। এমনিভাবে এর ফলে ইসলামী ব্যাংকগুলোসহ অন্যান্য অর্থকরী প্রতিষ্ঠানগুলো নতুন বিনিয়োগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে অতিরিক্ত তারল্য (surplus liquidity) বহনের ঝুঁকি ও ক্ষতি রোধ করতে সক্ষম হয়।

বাংলাদেশে চিটাগং স্টক একচেঞ্জ শেয়ার-এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণের নীতিমালা চালু থাকলেও এর আরো ব্যাপক প্রচলন, প্রবর্তন এবং প্রয়োগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সত্যিকার অর্থে বাংলাদেশে হালাল বিনিয়োগের খাত খুবই কম। ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হওয়ার পূর্বে এখানে সাধারণ ব্যবসা বাণিজ্য ব্যতিরেকে বিনিয়োগের তেমন কোন খাত ছিলো না। তথাপিও বৈধ বিনিয়োগের খাত ব্যাপক না হওয়ার কারণে প্রায় সময় ইসলামী ব্যাংকগুলোকে অতিরিক্ত তারল্য বহনের ঝুঁকি ও ক্ষতি বহন করতে হয়। শেয়ার-এর শরয়ী বৈধতা নিরীক্ষণ পদ্ধতি আরো ব্যাপক আকারে চালু হলে এ ধরনের ঝুঁকি ও ক্ষতি অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং অর্থনীতির চাকা আরো গতি লাভ করবে।

Bibliography

- AAOIFI. 2010. *Sharī'ah Standards for Islamic Financial Institutions, Standard (21), Financial Paper (Shared and Bonds)*. Bahrain: Accountng and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Al-Bukhārī, Muhammad Ibn Ismā'īl. 1987. *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-Kāsānī. 2000. *Badā'i' Al-Sanā'i'*. Beirut: Dār Al-Ma'rifah.
- Al-suyūtī. 1994. *Al-Ashbāh Wa Al-Najā'ir*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.
- Chittagong Stok Exchange. 2018. *Shariah Screening Framwork-Bangladesh Market*, http://cse.com.bd/pdf/Shariah_Screening_Framework_Bangladesh_Market.pdf, accessed on: June 27, 2018.
- FTSE Index Company. 2018. *FTSE Sharī'ah Global Equity Index Series*, available at http://www.ftse.com/products/downloads/FTSE_Shariah_Global_Equity_Index_Series.pdf, accessed on: June 8, 2018
- Ibn Taymiyyah. 2004. *Majmū' al-fatāwā*, Jeddah: Wazārat Al-Shu'ūn al-Islāmiyyah wa Al-Da'wah wa Al-Irshād Al-Sa'ūdiyyah.
- ISRA. 2011. *Islamic Financial System; Principles and Operations*. Kuala Lumpur: International Sharī'ah Research Academy for Islamic Finance.
- ISRA. 2015. *Islamic Capital Market*. Kuala Lumpur: International Sharī'ah Research Academy for Islamic Finance.
- 'Izz al-Dīn, 'Abd al-Salām. 1357AH. *Qawā'id al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Ma'rifah.

- Meezan Bank. 2018. *Shariah Screening Criteria*, <https://www.meezanbank.com/shariah-screening-criteria/>, accessed on: June 27, 2018.
- MSCI. 2011. *MSCI Islamic Index Series Methodology*, available at https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/MSCI_May11_IslamicMethod.pdf, accessed on: June 8, 2018.
- Rusell Ideal Ratings Isalmic Indexs. available at <http://www.ftse.com/products/downloads/Russell-global-indexes.pdf?979>, accessed on: June 8, 2018.
- S&P Dow Jones Indices. 2018. *Dow Jones Islamic Market Indices*, available at <https://ribh.files.wordpress.com/2008/03/dow-jones-islamic-market-indexes.pdf>, accessed on: June 8, 2018.
- SCM, Securities Commission Malaysia. 2007. *Resolutions of the Securities Commission Sharī'ah Advisory Council*, Malaysia: Kuala Lumpur.
- SCM, Securities Commission Malaysia. 2018. available at https://www.sc.com.my/wp-content/uploads/eng/html/icm/sas/sc_syariahcompliant_180525a.pdf, accessed on: June 8, 2018.
- Zaydān, 'Abd al-Karīm. 2015. *Al-Wajīz fī Sharh al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, translation: Synopsis on the Elucidation of Legal Maxims in Islamic law, by Rahman, Md. Habibur and Ismail, Azman, Kuala Lumpur: IBFIM.